বর্ষা , নুসরাত, বিপাশা কারাগারে

মেহেরপুরে চাঞ্চল্যকর আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড ঘটনায় চাঁদাবাজি ও পর্ণগ্রাফি মামলার আসামি বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশার জামিন বাতিল করে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিকের আদালতে বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশা জামিন আবেদন করে আত্মসমর্পণ করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

মামলায় আসামি বিপাশার পক্ষে আইনজীবী আলমগীর হোসেন বলেন, আসামীর জামিন আদেশ বৃদ্ধির আবেদন করি। বিজ্ঞ আদালত জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন।

অপর আসামি নুসরাত ও বর্ষার পক্ষে ইয়ারুল ইসলাম আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন। সরকারি পক্ষে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক কৌসুলির দায়িত্ব পালন করেন।

এর আগে গত ২১ জুন একই আদালত এই আসামিদের ৬ জুলাই পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিয়েছিলেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, নুসরাত, বর্ষা রহমান, বিপাশা খাতুন, বাংলাভিশনের সাংবাদিক তুহিন আরন্য, ডিবিসি চ্যানেলের সাংবাদিক আবু আক্তার করণ, দেশ টিভির সাংবাদিক রেক্সোনা আরা, নিলুফার ইয়াসমিন রুপাসহ ১৭ আসামিকে অভিযুক্ত করে হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলায় পুলিশ আদালতে চার্জশিট দেয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারাসহ ২০১২ সালের পর্নোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮(১),৮(২), ৮(৩), ৮(৪) ধারায় অপরাধ প্রাথমিকভাবে সত্য বলে প্রমানিত হওয়ায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

চার্জশিটে অভিযুক্তরা হলেন- বাংলাভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি মুস্তাফিজুর রহমান ওরফে তুহিন আরন্য, ডিবিসি টেলিভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করন, দেশ টিভির প্রতিনিধি রোকসানা আরা, এশিয়ান টিভির প্রতিনিধি মিজানুর রহমান জনি, কথিত সাংবাদিক নাজনিন

খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, আটলান্টিক হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন জোয়ার্দার, আব্দুস সালাম, হাসিবুল হক জয়, নেহাল আল মুকিত, শাহাজান আলী, মোছা. রুপা, নুসরাত, বর্ষা, সুমন রহমান বিমান ও বিপাশা।

পুলিশের চার্জশিট থেকে জানা যায়, একটি নারী চক্র গড়ে তুলে মেহেরপুর শহরের আভিজাত শ্রেনীর হোটেল আটলান্টিকার মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুন বিভিন্ন ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা বা অভিজাত শ্রেনীর মানুষকে সুন্দরী নারী দিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তা ভিডিও ধারণ করেন। এবং সেই ভিডিও দিয়ে ব্লাকমেইল করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল। এই চক্রে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ডজনখানেক সুন্দরী নারী জড়িত ছিলো।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২২ নভেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মনোয়ার হোসেন নামের এক এনজিও কর্মী সদর থানায় নারী চক্রের প্রধান হোতা প্রিয়া খানকে আসামি করে দণ্ডবিধির ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারায় একটি মামলা করেন।

বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশার জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধির আদেশ দিলেন আদালত

মেহেরপুরে চাঞ্চল্যকর আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড ঘটনায় চাঁদাবাজি ও পর্ণগ্রাফি মামলার আসামি বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশার জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছেন আদালত।

বুধবার দুুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিকের আদালতে বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশা জামিন আবেদন করে আত্মসমর্পণ করলে বিজ্ঞ বিচারক তার জামিনাদেশ বৃদ্ধি করে পরবর্তি শুনানির দিন ধার্য করেছেন।

মামলায় আসামি বিপাশার পক্ষে আলমগীর হোসেন, নুসরাত ও বর্ষার

এলাকার প্রায় ডজনখানেক সুন্দরী নারী জড়িত ছিলো।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২২ নভেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মনোয়ার হোসেন নামের এক এনজিও কর্মী সদর থানায় নারী চক্রের প্রধান হোতা প্রিয়া খানকে আসামি করে দণ্ডবিধির ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারায় একটি মামলা করেন।

গাংনীতে পর্ণগ্রাফি মামলার আসামি ঢাকা থেকে গ্রেফতার

স্ত্রীর দায়ের করা পর্নগ্রাফি মামলার আসামি উপহার মিয়া (৩৫) কে ঢাকার একটি কোম্পানীর অফিস থেকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত উপহার মিয়া গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের ক্লাবপাড়া এলাকার হকার জেলের ছেলে। স্থানীয়রা তাকে টিকটকার হিসেবে চেনেন বলে জানা গেছে।

রবিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে ঢাকার আশুলিয়ার ডেকো গার্মেন্টস থেকে র্যাবের সহযোগীতায় গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেন।

আজ সোমবার (২৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে তাকে গাংনী থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃত উপহার মিয়ার বিরুদ্ধে তার স্ত্রী পর্ণগ্রাফি আইন ২০১২ এর ৮(১) (২) (৩) (৭) ধারায় মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশীয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ৩৯২/২২ ইং।

মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা গাংনী থানার উপপরির্দশক (এসআই) তুষার সঙ্গীয় ফোর্সসহ স্থানীয় আশুলিয়া র্যাবের সহযোগীতায় তাকে গ্রেফতার করে গাংনী থানায় নিয়ে আসেন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, মামলার প্রধান আসামি ও ভিকটিম স্বামী স্ত্রী। তারা স্বামী স্ত্রী থাকা অবস্থায় বিভিন্ন সময়ের অন্তরঙ্গ কিছু ভিডিও ধারণ ও ছবি উত্তোলন করে রাখে তার স্বামী উপহার মিয়া। কিছুদিন পর থেকে অর্থ আদায়ের জন্য ব্লাকমেইল করে। এক পর্যায়ে উপহার মিয়া ও তার কথিত প্রেমিকা শিরিনা তার কাছ থেকে ১০ লক্ষ টাকা দাবী করে। তার সেই দাবিকৃত টাকা না দিতে চাইলে ভিকটিমের বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনের কাছে পূর্বের স্বামী স্ত্রীর অস্তরঙ্গ সেই মুহূর্তের ভিডিও ক্লিপস ও ছবি ম্যাসেঞ্জার ও ইমোতে দিয়ে ব্লাক মেইল শুরু করে। বিষয়টি নিয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে নানাভাবে অনুরোধ করেও কোনো সুরাহা হয়নি। এছাড়া ভিকটিমের নামে ভূঁয়া টিকটক আইডি খুলে মোবাইল নং দিয়ে আপত্তিকর ছবি আপলোড করে তারা। ভিকটিমের মোবাইল নম্বরটিও সেখানে দিয়ে তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য আহবান জানান।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গ্রেফতারকৃত আসামিকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।